Eight-year-old Tanvir Hasan, with almost all his body wrapped in bandage, lies in a bed at Chittagong Medical College Hospital yesterday. Along with his mother and 13-year-old sister, the boy suffered serious burns following a gas cylinder explosion in their residence in Garibullaha Shah residential area of the city. PHOTO: RAJIB RAIHAN

Agora chairman jailed for food adulteration

Released on bail

COURT CORRESPONDENT

A Dhaka court yesterday sentenced Chairman of Agora super shop Niaz Rahim to two years' imprisonment in two separate cases filed for selling adulterated ghee in 2008.

Special Magistrate Md Mahbub Sobhani of the Pure Food Court in Dhaka handed down the sentence in presence of Niaz and ordered police to send him to jail with a conviction warrant. The court also fined him Tk 50,000 in each case, in default of which he will have to suffer two months more in jail.

Meanwhile, Mehedi Pavel Sweet, special magistrate of another Pure Food Court, granted bail to Niaz in the cases on condition that he would appeal against the conviction and sentence within 30 days.

The magistrate granted the bail orders following two petitions filed by Niaz. Following the orders, Niaz Rahim was released from custody.

He can appeal to the court of sessions judge or metropolitan sessions judge against his conviction and sentence under section 41C of the Pure Food Ordinance, 1959.

The section says, "An appeal against the judgment of a Pure Food Court shall lie to the Sessions Judge or to the Metropolitan Sessions Judge, within 30 (Thirty) days as the case may be."

According to the case statements, Health Inspector Fakhruddin Mobarok of Dhaka City Corporation seized adulterated ghee from Agora super shop in Moghbazar area on August 18, 2008. He filed two cases with the Pure Food Court against Niaz.

The court framed charges on November 10, 2008.

During the trial proceedings, the court recorded statements of four prosecution witnesses and five defence witnesses.

Rab busts fake note factory in Dhaka

STAFF CORRESPONDENT

The Rapid Action Battalion (Rab) yesterday said it arrested two members including the kingpin of a currency counterfeiter racket and busted their secret factory where they produced fake Indian bank notes.

A team of Rab-3 in a drive at a house in South Keraniganj area in the capital arrested Liakot Ali, 35, the alleged kingpin of the racket. Later, based on information gleaned from Liakot, the Rab arrested his cohort Jahangir Alam, 40, from Khilgaon in the capital.

Lt Col Emranul Hasan, commanding officer (CO) of Rab-3, disclosed this during a press briefing at Rab media centre in the capital's Karwan Bazar yesterday.

The racket mostly produced 2,000 and 500 denominations of Indian rupees that were issued in India only a year ago, the Rab CO said, adding that counterfeit currency worth Rs 10 lakh were seized from the arrestees.

"The racket used to supply fake notes to brokers who would sell the currency to money exchange outlets in the capital and also in the bordering areas of the country."

The Rab's drive came only a week after a joint taskforce meeting between Bangladesh and India at the police headquarters in Dhaka. In the meeting, both the sides pledged to take effective measures against currency counterfeiters.

"Liakot has been involved in money counterfeiting business for the last 15 years. He used to do this under the supervision of one Sagir Master in Mirpur area. But in the last 10 years he developed his own syndicate and was producing fake notes in his own house," the Rab official claimed.

During the raid Rab also seized a laptop, six skin dices, two dice plates, two scanners, four printers, seven bundles of security threads, four cutter machines, and other equipment and materials to produce counterfeit Indian currency, he added.

15 students hurt in Dinajpur road crash

5 killed in three districts

STAR REPORT

At least 15 students were injured when their picnic bus collided head on with a truck in Phulbari upazila of Dinajpur yesterday.

Among them, five are in critical conditions.

All of them are students of Muraripur Coaching Centre in Birganj upazila in Barisal.

The picnic bus with 60 students on board was hit by a truck in Phulbari upazila, police said quoting locals.

Meanwhile, at least five persons, including a child were killed in road accidents across the country yesterday.

In Chittagong, a man was killed as a covered van ran him over on Chittagong-Dhaka Highway yesterday.

The deceased was identified as Md Kamrul, 32, said police.

A Chittagong-bound covered van hit him on the highway, said Ahsan Habib, officer-in-charge of Bara Awlia Highway Police Outpost.

The man died on spot, the OC said, adding that the covered van's driver is still on the run.

In another incident in Chittagong, a biker was killed as he lost control over the vehicle in Ananya Residential Area on Wednesday.

The deceased is Mohammad Noman, 28, hailing from Shamsher Para in Chittagong, said police quoting witnesses. He was taken to Chittagong Medical College Hospital,

SEE PAGE 4 COL 5

Kabir Ikramul Haque new BARC chairman

CITY DESK

Dr Md Kabir Ikramul Haque joined Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) yesterday as its executive chairman.

Kabir served as the member director (fisheries) and director of project implementation unit (NATP Phase-II) in the same organisation, said a press release.

He began his career as scientific officer at Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI), Mymensingh on February 28, 1987 and subsequently joined BARC as principal scientific officer (fisheries) on February 7th, 2007.

He graduated in Fisheries from Bangladesh Agricultural University in 1984.

He obtained PhD in Hydro Biology (Fisheries) from Kharkov State University in Ukraine in 1995.

A group of workers on Wednesday started erasing the Raju memorial graffiti from the wall of central library on Dhaka University campus. Bangladesh Chhatra Union (BCU) painted the graffiti in 1998 commemorating the memory of BCU leader Moin Hossain Raju who was killed during an anti-terrorism procession in 1992. BCU alleged that Bangladesh Chhatra League instructed the erasing of the graffiti. When contacted, BCL central unit said they erased the graffiti to use the wall for decoration ahead of their 70th founding anniversary. PHOTO: STAR

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.nbr.gov.bd

তারিখ ঃ ১৪ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭খ্রিঃ

সংশোধিত গণবিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় ৯ বা ১১ ডিজিটের ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা।

রাজস্ব আহরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা আনয়ন তথা রাজস্ব আহরণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ভ্যাট ব্যবস্থায় নিবন্ধন কার্যক্রমের ডিজিটাইজেশন অপরিহার্য। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে অনলাইন ভিত্তিক ভ্যাট ব্যবস্থায় নিবন্ধন কার্যক্রমের শুভ সূচনা গত ২৩ মার্চ, ২০১৭খ্রিঃ তারিখ হতে করা হয়েছিল। বিদ্যমান সনাতনী ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ Business Identification Number (BIN) নম্বর গ্রহণকারী ব্যবসায়িক সত্তা থাকলেও প্রতি মাসে মাত্র ৩৭ হাজার করদাতা নিয়মিত দাখিলপত্র প্রদান করেন। ফলে অনেক অস্তিত্বহীন নিবন্ধিত করদাতা যেমন রয়েছেন, তেমনি ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলমান থাকা সত্ত্বেও অনেক করদাতা নিয়মিত দাখিলপত্র প্রদান করেন না বা করজালের বাইরে অবস্থান করছেন। সার্বিকভাবে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ এবং নিবন্ধন গ্রহণের প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, দ্রুততর ও হয়রানীমুক্ত করার লক্ষ্যে মূলত অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়া, নতুন নিবন্ধন গ্রহণকারী ব্যবসায়ীগণ অনলাইনে ৯ ডিজিটের নিবন্ধন গ্রহণের প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত ব্যবসা-বান্ধব উল্লেখপূর্বক এই কার্যক্রমকে চলমান রাখতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। তবে, বাস্তবতার নিরিখে এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সম্পন্নকরণের সুবিধার্থে বিগত ২৭-০৭-২০১৭ তারিখে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নে বর্ণিতভাবে সংশোধন করা হলো ঃ

০২। বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-১৫ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৯ এ করদাতাগণের নিবন্ধন গ্রহণের আইনি বিধি-বিধান বিধৃত রয়েছে। বিশেষভাবে, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৯ এ উল্লেখ রয়েছে যে, ''বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনলাইনে নিবন্ধনের আবেদন পেশ করা যাইবে''। সুতরাং, ইতোমধ্যে যারা অনলাইনে ৯ ডিজিটের নিবন্ধন (e-BIN) গ্রহণ করেছেন তাদের উক্ত নিবন্ধনগুলো কার্যকর রাখা এবং অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থা চলমান রাখার ক্ষেত্রে নিম্নে-বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য :

ক) কেন্দ্রীয় নিবন্ধন:

(অ) যে সকল প্রতিষ্ঠান মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় কেন্দ্রীয় নিবন্ধন (১১ ডিজিটের বিআইএন) গ্রহণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তারা অনলাইনেও কেন্দ্রীয়ভাবেই নিবন্ধিত হবেন এবং ৯ ডিজিটের বিআইএন গ্রহণ করে উক্ত আইনের অধীন প্রচলিত নিয়মেই কর পরিশোধসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

উদাহরণ: ধরা যাক মেসার্স এবিসি লিমিটেড দেশব্যাপী বিভিন্ন কমিশনারেটের অধীন ৫০টি ইউনিটের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। তারা উক্ত আইনের ধারা ১৫(২)-এর দ্বিতীয় শর্তাংশ অনুসারে কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধন গ্রহণ করেছেন। নতুন অবস্থায়ও তাঁরা কেন্দ্রীয়ভাবেই নিবন্ধিত হবেন এবং একটি বিআইএন এর মাধ্যমেই দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

সংশোধিত বিধানঃ যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে ১১-ডিজিটের BIN গ্রহণ করেছে কিন্তু এখনো নতুন ৯-ডিজিটের BIN গ্রহণ করেনি, সে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য অনলাইনে পুনঃনিবন্ধনের অর্থাৎ নতুন ৯-ডিজিটের BIN গ্রহণের সময়সীমা ৩১-০৩-২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। অনলাইনে নতুন ৯-ডিজিটের BIN গ্রহণের অব্যবহিত পর হতেই পুরাতন ১১-ডিজিটের BIN এর কার্যকরিতা রহিত হবে। করদাতাগণ এরপর হতে নতুন BIN উল্লেখ করে চালানপত্র ইস্যুকরণ, মাসিক রিটার্ন দাখিলসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং পুরাতন ১১-ডিজিটের BIN আমদানি-রপ্তানিসহ কোন প্রকার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ব্যবহার করবেন না।

(আ) যে সকল প্রতিষ্ঠান দুই বা ততোধিক স্থান হতে করযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বা সেবা প্রদান বা ব্যবসায় পরিচালনা করছেন এবং আইনের আওতায় প্রতিটি স্থানের সংশ্লিষ্ট ইউনিটের জন্য আলাদা নিবন্ধন গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর ও সার্কেল অফিসে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তারা প্রতিটি ইউনিটের জন্য অনলাইনে ৯ ডিজিটের পৃথক পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করবেন। এসব ইউনিটের একটি টিআইএন থাকলেও প্রতিটি ইউনিটের জন্য ৯ ডিজিটের আলাদাভাবে একটি করে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি ইউনিট সেই নিবন্ধন নম্বর ব্যবহার করে বর্তমানে যে সার্কেলে দাখিলপত্র পেশ করবেন সেই সার্কেলে যথারীতি দাখিলপত্র পেশ করবেন এবং আমদানি-রপ্তানিসহ অন্যান্য কার্যক্রমও ইউনিটের বিআইএন দিয়ে উক্ত আইনের অধীন পরিচালিত হবে।

উদাহরণ: ধরা যাক মেসার্স এবিসি লিমিটেড তার ৫০টি ইউনিটের জন্য ৫০টি বিআইএন (১১ ডিজিটের) গ্রহণ করে উক্ত আইনের অধীন ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। তারা প্রতিটি ইউনিটের জন্য অনলাইনে একটি করে বিআইএন (৯ ডিজিট) গ্রহণ করবেন। প্রতিটি ইউনিট যে সার্কেল ও বিভাগীয় দপ্তরের অধীক্ষেত্রে বর্তমানে কাজ করছে নতুন নিবন্ধন (৯ ডিজিটের ই-বিআইএন) দিয়েও সেই সার্কেল ও বিভাগীয় দপ্তরেই কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

সংশোধিত বিধানঃ যে সকল **নতুন প্রতিষ্ঠান** কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত হতে ইচ্ছুক কিন্তু শাখা ইউনিটসমূহ অভিন্ন কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রে অবস্থিত নয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে পূর্বের ন্যায় প্রতিটি শাখা ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা নতুন ৯-ডিজিটের BIN গ্রহণ করতে হবে। তবে এ সকল শাখা ইউনিটের আলাদা e-TIN এবং ব্যাংক এ্যাকাউন্ট না থাকলে, বিদ্যমান ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পূর্বের ন্যায় ১১-ডিজিট BIN গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধিমালা (প্রজ্ঞাপন নং ১৮৬- আইন/২০১২/৬৪৪-মূসক, তারিখ ০৭-০৬-২০১২) এর শর্তসমূহ প্রতিপালন করেও কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নেয়ার সুযোগ থাকবে।

(ই) যে সকল প্রতিষ্ঠান একাধিক ইউনিটের জন্য আলাদা নিবন্ধন (১১ ডিজিট) গ্রহণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করছে এবং ১৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখের পর কেন্দ্রীয়ভাবে সদর দপ্তরের ঠিকানায় একটি নিবন্ধন (৯ ডিজিটের) গ্রহণ করছে তাদেরকে নতুন করে প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদাভাবে উপ-অনুচ্ছেদ (আ) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পুনঃনিবন্ধন (৯ ডিজিটের) গ্রহণ করে বর্ণিত পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত ৯ ডিজিটের কেন্দ্রীয় নিবন্ধটি অকার্যকর থাকবে। তা দিয়ে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না এবং কোনো দাখিলপত্রও পেশ করতে হবে না।

সংশোধিত বিধানঃ যে সকল প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহ আলাদা ১১-ডিজিটের BIN নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধনের লক্ষ্যে একটি নতুন ৯-ডিজিটের BIN গ্রহণ করেছে কিন্তু শাখা ইউনিটসমূহের আলাদা e-TIN এবং ব্যাংক এ্যাকাউন্ট না থাকার কারণে শাখার জন্য আলাদাভাবে নতুন ৯-ডিজিট BIN গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি, সে সকল প্রতিষ্ঠান ৩১-০৩-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় ১১-ডিজিট BIN ব্যবহার করবে। এ সময়কালে নতুন গৃহীত ৯-ডিজিটের BIN অকার্যকর থাকবে এবং সেটি ব্যবহার করে আমদানি-রপ্তানিসহ কোন প্রকার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

(ঈ) যে সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ইউনিটের আলাদা নিবন্ধন (১১ ডিজিট) নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিন্তু বর্তমানে তারা আইনের ধারা ১৫(২) এর দ্বিতীয় শর্তাংশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত হতে চান তাদেরকে উক্ত আইনের অধীন বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণ করে ৯ ডিজিটের কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে।

খ) ইউনিট নিবন্ধন ঃ

অনলাইন নিবন্ধনের আলোকে ৯ ডিজিটের ইউনিট রেজিস্ট্রেশনগুলো তাদের ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী স্ব স্ব কমিশনারেটে যথারীতি দাখিলপত্র প্রদান করবে।

গ) যে সকল করদাতা এখনো অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেননি তারা আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অনলাইনে ৯ ডিজিটের নিবন্ধন গ্রহণ করবেন। সুতরাং উক্ত সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১১ ডিজিটের নিবন্ধনের কার্যকারিতা যথারীতি বহাল থাকবে। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠান ৯ ডিজিটের বিআইএন গ্রহণ করেছেন তারা ৯ ডিজিটের বিআইএন-ই ব্যবহার করবেন।

সংশোধিত বিধানঃ সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ যে সকল অবাণিজ্যিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের e-TIN এবং/অথবা NID নেই, সে সকল প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধনে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ক্ষেত্র (শাখা সমূহের আলাদাভাবে ই-টিন ও ব্যাংক এ্যাকাউন্ট না থাকলে) ব্যতীত অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য আগামী ০১-০১-২০১৮ তারিখের পর হতে আর নতুন করে ১১ ডিজিটের ম্যানুয়াল BIN ইস্যু করা হবে না। তবে, ঐ সকল ক্ষেত্রে Force বা বাধ্যতামূলক ৯ ডিজিটে নিবন্ধন দেয়া যাবে।

ঘ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শীঘ্রই মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর সাথে সঙ্গতি রেখে মূসক- ৬, ৮, ৯ ও ১০ ইত্যাদিসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়াদি সংশোধনপূর্বক অনলাইন ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করবে।

০৩। অনলাইনে ৯ ডিজিটের ভ্যাট নিবন্ধন গ্রহণ কোনভাবেই নতুন ভ্যাট আইন (মূল্য সংযোজন কর আইন ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এটি বিদ্যমান ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইনের আওতায় করদাতাগণকে উন্নত সেবা প্রদানের গতিকে ত্বরান্বিত করাসহ ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা নির্ধারণ, রির্টান সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংশ্লিষ্ট, যা হয়রানিমুক্ত, করদাতা-বান্ধব এবং আধুনিক কর প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

জিডি-২৮৫৮

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড